বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০২টি	০২টি	-	-	০২টি	০২টি	৬৬.৬৭ %	০২টি	৬০.০৭ %

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০২টি**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল:**

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৭৮৭৮.৬৪	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
২.	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৮৬৫৯.৩৮	জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২০

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১.	আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১.১ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন-এর সদর দপ্তরকে একটি আধুনিক ভবন হিসেবে নির্মাণের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্থাপত্যশৈলীর সন্নিবেশ। (খ) ভবনের প্রবেশ এলাকা ও বাহিরের সৌন্দয বৃদ্ধির লক্ষ্যে As cast ও Fair face surface সংযোজন কাজ, যা মূল ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত ছিলনা। ১.৩ প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেইজমেন্ট প্রবেশের Ramp এর উপর টেম্পারড গ্লাস স্থাপন কাজ সংযোজন। ১.৪ ভবনের অভ্যন্তরে ইটের পাটিশান দেয়াল এর পরিবর্তে 10mm thick clear glass partition with frosted paper কাজ , যা মূল ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত ছিলনা। উক্ত কাজের জন্য ৫৪.৩২ লক্ষ টাকা সংশোধিত ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ১.৫ ভবনটিকে এনার্জি সাশ্রটী করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত স্থাপত্য নাক্সায় ভবনের পশ্চিম দিকে এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমসহ (Low-heat emission glass) দ্বারা আচ্ছাদন কাজ, যা মূল ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত ছিলনা। ১.৬ ভবনের নিচতলার প্রবেশপথে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে Wooden rib false ceiling স্থাপন কাজ। ১.৭ ভবনের ভিআরএফ এসির লোড সমতাকরণসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অয়্যারিং ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে ফলস সিলিং কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
		১.৮ স্থাপত্য নক্সা ও বাস্তব প্রয়োজনে সেমিনার হলের Acoustic কাজ। ১.৯ বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজের পরিধি বৃদ্ধি ও নতুন অংগ হিসেবে ডাটা সেন্টার অর্ন্তভূক্তকরণ।
২.	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	**২.১ সরকারি সিদ্ধান্ত:** গত ০৮-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র (CCEA) সভায় খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় "গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প" হিসাবে গ্রহণের নীতিগত অনুমোদনের বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করা হলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় (সংলাপ খ)। এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। **ভূমি অধিগ্রহন:-** প্রকল্পের আওতায় ১৬৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব ডিপিপিতে অনুমোদিত হয়েছিল। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সহিত দ্রুত যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে যোগপোযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ আভ্যন্তরীন বিমান বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহনের লক্ষ্যে গত ১৯-০৪-২০১৬ তারিখে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য মহোদয় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বিমান বন্দরের বিদ্যমান জায়গার উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ২০০০ ফুট দূরত্বে বিমান বন্দর নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাব প্রনয়ন করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন যাহা গত ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত এডিপি সভায় প্রকল্পের ভূমি অফিহনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তাবসমূহ গত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে যন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় সংসদ সদস্য (বাগেরহাট-৩), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ ডঃ নমিতা হালদার, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসক (বাগেরহাট)-এর উপস্থিতিতে গত ০৭-০৮- ২০১৬ তারিখে অত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এম. পি মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিমানবন্দরের জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (সংলাগ-গ)। উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত ডিপিপি'র ১৬৩ হেক্টর জমির অধিগ্রহনের বিপরীতে ৪৩০০.০০ লক্ষ টাকা সংকুলান রাখা হয়েছিল। এ অর্থ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নকশা/প্রস্তাব মোতাবেক ২১৭ হেক্টর জমি বিগত ০৯-১১-২০১৭ তিারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত অধিগ্রহন প্রস্তাব প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। এই প্রেক্ষিতে (২১৭-১৬৩)= ৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহন পরিমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রস্তাবিত ২১৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ বাবদ বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গত ২২-১১-২০১৬ তারিখে প্রায় ৩১৯০০,০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব পাওয়া যায়। মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত যৌথ ফিল্ড বহি মোতাবেক জমির মূল্য সং পিডব্লিউডি ও বন বিভাগ-এর ব্যয় প্রাক্কলনে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে ভূমি অধিগ্রহন বাবদ ৪৯০৭৫.৫০ লক্ষ টাকা প্রাকলিত ব্যয়সহ ৫৪৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ 'খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের লিংক কম্পোনেন্ট" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৯-০৭-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত ডিপিপি'র উপর মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২-০৯-২০১৭ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় (সংলাগ-ছ)। সামাজিক বন বিভাগ ও গণপূর্ত বিভাগ বাগেরহাট কর্তৃক গাছপালা এবং ঘরবাড়ী/স্থাপনা ব্যয় প্রাক্কলণ নির্ধারণ শেষে গত ২৩-০৪-২০১৮ তারিখে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ২১৪.২০৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ বাবদ চূড়ান্ত ব্যয় ১৬৯২৫.৮৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে (সংলাগ-ঘ)। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, গত ১২-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তুমি অধিগ্রহন বাবদ ১৬৯২৫.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়সহ মোট ২১৮২৫.৮৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ "খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের লিংক কম্পোনেন্ট" প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জনি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প" হিসেবে প্রতিফলিত করে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা গত ১৪-০৫-২০১৮

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
		তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি ২৮-০৫-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত ডিপিপি'র উপয়া ধরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৭-০৬-২০১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় পেয়ে জয় হিজ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১৭৪৮.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ আলোচ্য প্রকল্পের পুনগঠিত সংশোধিত ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংযুক্তি-১

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র. নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। অর্থাৎ মূল প্রকল্পের তুলনায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৫.৪২% ও ৫০.০০%। তবে, প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৭১% ও ১০০%। ভবিষ্যতে মূল অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থ/মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ১.২ সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট অনুমোদতি ব্যয় ৭৯০১.২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ৭৯০.১৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পটির সমপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব অর্থায়নের বিষয়টির উল্লেখ নেই। এছাড়া, পিসিআর প্রতিবেদনের বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পিসিআর-এ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় দেখানো হয়েছে ২২০৪.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা; ১.৩ ১৩ তলা বিশিষ্ট (২টি বেইজমেন্টসহ) ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ৬,১০,২৭,০৫৯.০০ টাকার (চুক্তিমূল্যের ১৩.৮৮% ঊর্দ্ধহার) ভেরিয়েশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হয়েছে; ১.৪ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের ল্যাবরেটরি টেস্ট বুয়েট থেকে করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সন্তোষজনক মাত্রায় রয়েছে। ১.৫ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কোন স্থায়ী অফিস ভবন ছিল না বিধায় ভাড়া করা ভবনে সীমিত পরিসরে সেবা প্রদান করা হতো। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্থায়ী অফিস পেয়েছে এবং উন্নতমানের Roof Top Restaurant তৈরী হয়েছে।আনুসাঙ্গিক সুবিধাসহ ভবনটি নির্মাণের ফলে সেবা গ্রহণকারীদের গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;	১.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। অর্থাৎ মূল প্রকল্পের তুলনায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৫.৪২% ও ৫০.০০%। ভবিষ্যতে মূল অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে; ১.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নের সংস্থান (৭৯০.১৩ লক্ষ টাকা) ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির সমপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ সংক্রান্ত কোন তথ্যের উল্লেখ নেই। এছাড়া, পিসিআর-এ বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (যেমন- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পিসিআর-এ উক্ত অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ও ২২০৪.৯৬ লক্ষ টাকা)। বর্ণিতাবস্থায়, ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের নির্ভুল পিসিআর প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে অধিকতর যত্নবান হতে হবে; ১.৩ ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার কাজ নিশ্চিত করতে হবে; এবং ১.৪ পিসিআর-এ প্রকল্প কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন হওয়া ও এ সংক্রান্ত কোন আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ থাকলেও প্রকল্পটি পরিদর্শনকালীন প্রকল্প দপ্তর কোন অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে সমর্থ হননি। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্পের পৃথক কোন অডিট হয়নি। বর্ণিতাবস্থায়, অনতিবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রমের বছরভিত্তিক অডিট সম্পন্ন করতে

ক্র. নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	১.৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কালে জানা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান চাহিদা ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হলে তা প্রদানের অপারগতা প্রকাশ করেন; ১.৭ প্রকল্পের চূড়ান্ত ব্যয় হিসাবের আলোকে আরডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন হওয়ায় প্রকল্পের মূলধন অংশের ১৫টি অঙ্গে আরডিপিপি'র প্রক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় একই হয়েছে; ১.৮ পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বহি:অডিট (পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক) সম্পন্ন হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কেবল অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত অডিট রিপোর্টে প্রকল্পটি সম্পর্কিত কোন আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় ও প্রাপ্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের পৃথক কোন অডিট হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সার্বিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকল্পটির পৃথক অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়নি।	হবে এবং এ সংক্রান্ত কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে সেগুলোর নিষ্পত্তিকরণের হালনাগাদ তথ্যাদি আইএমই বিভাগকে বহিত করতে হবে;
২.	২.১ "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মূল প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করতে বিলম্ব হওয়ায় অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)'র আওতায় বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে শুধু জমি অধিগ্রহণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন এবং অধিকাংশ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। বিমানবন্দরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী ও কিছু ছোট খালের ওপর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ বাকি রয়েছে। ২.২ প্রকল্পের আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দাপ্তরিক রাজস্ব ব্যয়, আসবাবপত্র সংগ্রহ, অপারেশনাল ভবন নির্মাণ, পিকআপ ক্রয়, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। বৈশ্বিক করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে এপ্রিল ২০২০ থেকে কাজ বন্ধ থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পের এসব কাজ বাকি রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়; ২.৩পিপিপি কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারমান ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব-এ সভাপতিত্বে ২১/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পিপিপি'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে পিপিপি চুক্তি চূড়ান্ত করে পরবর্তী কার্যক্রমের গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য বেবিচক কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে ১৩/০১/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় (পতাকা-খ)। খানজাহান আলী	২.১ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ যেমন- অপারেশনাল ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সম্পন্নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেবিচক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ২.২ পিপিপি'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে বেবিচক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিপিপি'র অর্থে সম্ভব না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জিওবি অর্থে বিমানবন্দর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২.৩ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ, ভূমি জটিলতা নিরসন, প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরো যত্নবান হতে হবে;] ২.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ০৯/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের কিছু কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়টি পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সর্বশেষ অক্টোবর ২০১৬-এ জারিকৃত "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" পরিপত্রের ১৬.১৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। পরিপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ

ক্র. নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
	বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়; এবং ২.৪ এ প্রকল্পের শেষ দুটি অর্থবছরে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের জিওবি খাতে ব্যয়িত অর্থের সিভিল অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু কোন অডিট আপত্তি ছিল না মর্মে PCR এবং প্রকল্প কার্যলয় হতে জানা যায়।	না করার বিষয়টি জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন প্রতিবেদন/উত্তর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মতামত দ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণ করবে;

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)

১.০ প্রকল্পের নাম : পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য লিংক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

৪.০ প্রকল্প এলাকা : রামপাল, বাগেরহাট

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৪৪৭৫.০০	২১৭৪৮.৮৩	১৮৬৫৯.৩৮	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	(-) (৬০.০৭%)	+ ২ বছর (৬৬.৬৭%)

- জিওবি- ১৯৫৭৩.৯৫ লক্ষ টাকা ও বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়ন- ২১৭৪.৮৮ লক্ষ টাকা।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** খুলনা শহর ও এর আশপাশের অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। স্বাধীনতার পূর্বে সর্বাধিক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে স্থাপন করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ এলাকাটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে খুলনায় কোন বিমানবন্দর নেই। খুলনা থেকে যশোর বিমানবন্দরের দূরত্ব ৭০ কি.মি., যা সড়কপথে প্রায় ২ ঘন্টার পথ। প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরটি বাগেরহাটের রামপাল উপজেলায় নির্মাণ করা হলে খুলনা থেকে এ বিমানবন্দরের দূরত্ব হবে ২০ কি.মি. এবং মংলা বন্দর থেকেও এর দূরত্ব হবে ২০ কি.মি.। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন' এবং খানজাহান আলী মাজার, ষাট গম্বুজ মসজিদ এ অঞ্চলে অবস্থিত। ইউনেস্কো কর্তৃক সুন্দরবনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির ৬০% খুলনা অঞ্চল হতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেশের অন্যতম ২য় সমুদ্র বন্দর মংলা, মংলা ইপিজেড ও রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এ অঞ্চলে অবস্থিত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলোর সঙ্গে আকাশ পরিবহন সেবা প্রদানে সেতু বন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে জিওবি ও বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- **খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা;**
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, একই সাথে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজধানী ও মূল শহর হতে দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন;
- মংলা বন্দর ও ইপিজেড এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

৭.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১	বিবিধ (ফুয়েল, প্রকল্প অফিস, ষ্টেশনারী, যানবাহন, অফিস ফার্ণিচার, অফিস ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদি)	থোক	-	৪৭.৮৬	-	০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):			**৪৭.৮৬**		

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ					
২	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	২১৭.০০	১৬৯২৫.৮৯	২১৪.১১	১৬৯২৫.৮৯
৩	অপারেশনাল ভবন (প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন ইন/সি, এয়ার কন্ডিশনিং, ফ্রেইট, টার্মিনাল ভবন, পাওয়ার হাউজ, পাম্প হাউজ, এনডিবি, সাব-ষ্টেশন, সিসিআর, ফায়ার ষ্টেশন, কন্ট্রোল টাওয়ার	-	-	২০০০.০০	-	০
৪	সীমানা প্রাচীর/সিকিউরিটি ফেন্সিং	রাঃ মিঃ	১০০০০	২৪৭৫.০০	৮১০৭.২৮	১৭২৮.৬০
৫	যানবাহন (পিকআপ-১টি, মটর সাইকেল-২টি)	সংখ্যা	৩টি	৫০.৩১	২	৪.৮৯
৬	অন্যান্য (কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, অফিস ফার্ণিচার, অফিস ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদি)	থোক	-	২৪৯.৭৭	-	০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):			**২১৭০০.৯৬**		**১৮৬৫৯.৩৮**
	সর্বমোট (ক+খ):		**১০০%**	**২১৭৪৮.৮৩**	**৮৭%**	**১৮৬৫৯.৩৮**

৮.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দাপ্তরিক বিবিধ ব্যয়, অপারেশনাল ভবন নির্মাণ, জিপ গাড়ি ক্রয়-১টি, ২.৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ১৮৯২.৭২ রা:মি: সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ায় ২.৮৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রকল্পটি যেহেতু শুধু লিংক হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য সংশোধন করে অনুমোদন করা হয় তাই পরবর্তীতে বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে চাহিদা অনুযায়ী এসব কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫৪৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/০৫/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক ১০/০৭/২০১৮ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৭৪৮.৮৩ লক্ষ টাকা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।

১০.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১৫-২০১৬	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	-	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	-
২০১৬-২০১৭	২০০০.০০	২০০০.০০	-	০	০	০	-
২০১৭-২০১৮	২৭৫৯৪.০০	২৭৫৯৪.০০	-	০	০	০	-
২০১৮-২০১৯	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	-	১৩৪৯৫.০০	১২৭২৫.৮৯	১২৭২৫.৮৯	-
২০১৯-২০২০	২৬৪৮.০০	২৬৪৮.০০	-	১৬৩৩.৪৯	১৬৩৩.৪৯	১৬৩৩.৪৯	-
			মোটঃ	**১৯৪২৮.৪৯**	**১৮৬৫৯.৩৮**	**১৮৬৫৯.৩৮**	-

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	৩১.১২.২০১৫	২২.১০.২০১৮
০২	জনাব মোঃ শীরফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী	২৩.১০.২০১৮	১৭.১১.২০১৯
০৩	জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	১৮.১১.২০১৯	৩০.০৬.২০২০

১৩.০ <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ</u>

১৩.১ **<u>জমি অধিগ্রহণ:</u>** প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ২১৪.১১ হেক্টর জমি ১৬৯২৫.৮৯ লক্ষ টাকায় অধিগ্রহণ করা হয়।

১৩.২ **<u>সীমানা প্রাচীর নির্মাণ:</u>** প্রস্তাবিত বিমানবন্দর এলাকায় ৮১০৭.২৮ রা.মি. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ ১৭২৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **<u>মোটরসাইকেল ক্রয়:</u>** প্রকল্প সাইটে ব্যবহারের জন্য ২টি মোটরসাইকেল ক্রয় বাবদ ৪.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

আইএমইডি কর্তৃক গত ২৪/০৩/২০২১ তারিখে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় নির্মিতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দরের প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ভরসাপুর নামক স্থানে খুলনা-মংলা মহাসড়কের পাশে খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। তাই শুধু ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্প সংশোধন করা হয় এবং পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হওয়ায় মূল প্রকল্পের লিংক প্রকল্প হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের শিরোনাম পরিবর্তন করে সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১৪.২ মূল প্রকল্পের ডিপিপিতে ১৬৩.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৪৩.০০ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অনুমোদিত নকশা/প্রস্তাব মোতাবেক অতিরিক্ত ভূমি প্রয়োজন হওয়ায় মোট ২১৪.১১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সর্বমোট ১৬৯.২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

১৪.৩ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নির্মিতব্য খানজাহান আলী বিমানবন্দরের চারদিকে ১০০০০.০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর/ সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮১০৭.২৮ রানিং মিটার নির্মাণ করা হয়েছে। এ খাতে ২৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৭২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিমানবন্দর এলাকার ওপর দিয়ে একটি স্রোতধারা নদী প্রবাহিত, বেশ কিছু ছোট খাল, কয়েকটি ইউনিয়ন রাস্তা রয়েছে। নদী ও খালের ওপর কিছু স্থান ব্যতীত সকল অংশের বাউন্ডারি ওয়াল/ফেন্সিং নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। এসব খালের ওপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ এ প্রকল্পের ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভবিষ্যতে বিমানবন্দর উন্নয়নকালে এসব খালগুলোতে বক্স কালভার্ট ও রাস্তাগুলোকে সীমানার বাহিরে দিয়ে বিকল্প রাস্তা চালু করা হবে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান।

১৪.৪ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ অনুযায়ী জুন ২০২০-এর মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু কোভিড ২০১৯ এর প্রভাবে এপ্রিল ২০২০ হতে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। ফলে জুন ২০২০ এর মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ০৯/০৬/২০২০ তারিখে সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "সীমানা প্রাচীর যে অংশে খাল রয়েছে, সে অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শেষ করতে হবে" (পতাকা-খ)। পরবর্তীতে ২৯/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কমিটির সভায় এ প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয় যে, "প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন নেই"। ফলে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে কিছু কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প এলাকায় বিমানবন্দর নির্মাণসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ ও দরপত্র আহবানের অনুমোদনের জন্য বেবিচক থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে (পতাকা-গ)।

১৪.৫ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, মংলা মহাসড়কের পাশে বিমানবন্দরের পশ্চিম পাশে কিছু স্থান বিরোধকৃত জমি (পেট্রোল পাম্প), নিচু জায়গা, ছোট পুকুর, ছোট খাল এবং জনসাধারণের চলাচলের জন্য ইউনিয়নের রাস্তা অংশে ১৮৯২.৭২ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া দাপ্তরিক রাজস্ব ব্যয়, আসবাবপত্র সংগ্রহ, অপারেশনাল ভবন নির্মাণ, পিকআপ ক্রয়, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি বা অর্থ ব্যয় করা হয়নি। এ প্রকল্পটি যেহেতু

শুধু লিংক হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য সংশোধন করে অনুমোদন করা হয় তাই পরবর্তীতে বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে চাহিদা অনুযায়ী এসব কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৪.৬ খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের বিষয়ে প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) জানান, সদ্য সমাপ্তকৃত প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পিপিপি'র আওতায় সম্ভব না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জিওবি খাত হতে প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে।



প্রস্তাবিত খানজাহান আলী বিমানবন্দরের মূল ফটক



কিছু স্থানে খাল থাকায় ওয়াল নির্মাণ করা যায়নি





বিমানবন্দরের চারদিকে বাউন্ডারি ওয়াল





প্রস্তাবিত খানজাহান আলী বিমানবন্দরের সীমানার ওপর দিয়ে এলাকাবাসীর চলাচলের রাস্তা

১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
▪ খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা;	খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
▪ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ	এ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু ভূমি অধিগ্রহণ ও

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, একই সাথে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাজধানী ও মূল শহর হতে দক্ষিণাঞ্চলে দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন;	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়। ভবিষ্যতে খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ করা হলে দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ হবে।
▪ মংলা বন্দর ও ইপিজেড এর কার্যকারীতা বৃদ্ধি ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।	মংলা বন্দর ও ইপিজেড এর কার্যকারীতা বৃদ্ধি ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ মূল প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করতে বিলম্ব হওয়ায় অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)'র আওতায় বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে শুধু জমি অধিগ্রহণ ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন এবং অধিকাংশ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। বিমানবন্দরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী ও কিছু ছোট খালের ওপর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ বাকি রয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দাপ্তরিক রাজস্ব ব্যয়, আসবাবপত্র সংগ্রহ, অপারেশনাল ভবন নির্মাণ, পিকআপ ক্রয়, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। বৈশ্বিক করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে এপ্রিল ২০২০ থেকে কাজ বন্ধ থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পের এসব কাজ বাকি রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১৬.৩ পিপিপি কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারমান ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব-এ সভাপতিত্বে ২১/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পিপিপি'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে পিপিপি চুক্তি চূড়ান্ত করে পরবর্তী কার্যক্রমের গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য বেবিচক কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে ১৩/০১/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় (পতাকা-খ)। খানজাহান আলী বিমানবন্দর উন্নয়নের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়।

১৬.৪ এ প্রকল্পের শেষ দুটি অর্থবছরে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের জিওবি খাতে ব্যয়িত অর্থের সিভিল অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু কোন অডিট আপত্তি ছিল না মর্মে PCR এবং প্রকল্প কার্যলয় হতে জানা যায়।

১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ যেমন- অপারেশনাল ভবন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সম্পন্নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেবিচক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.২ পিপিপি'র আওতায় খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে বেবিচক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিপিপি'র অর্থে সম্ভব না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জিওবি অর্থে বিমানবন্দর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ, ভূমি জটিলতা নিরসন, প্রতিটি অঙ্গের যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরো যত্নবান হতে হবে;

১৭.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ০৯/০৬/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের কিছু কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়টি পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সর্বশেষ অক্টোবর ২০১৬-এ জারিকৃত **"সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি"** পরিপত্রের ১৬.১৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। পরিপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ না করার বিষয়টি জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও

বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি কোন প্রতিবেদন/উত্তর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মতামত দ্রুত আইএমইডিতে প্রেরণ করবে;

১৭.৫ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)

১.০ প্রকল্পের নাম : আগারগাঁওস্থ শের-ই-বাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বিপিসি) ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্প এলাকা : আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬২৮১.৬৮ (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫)	৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩)	৭৮৭৮.৬৪ (জিওবি: ৭০৯৪.৩৯ নিজস্ব অর্থ: ৭৮৪.২৫)	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১৫৯৬.৯৬ (২৫.৪২%)	+ ১ বছর (৫০.০০%)

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ**

পর্যটন শিল্প বর্তমান বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম। এ শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির এবং দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার। পরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়। পর্যটন উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। স্বল্প ভৌগোলিক আয়তনে অনেক বেশি পরিমাণ পর্যটন আর্কষণীয় স্থান বিদ্যমান যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশে আছে পৃথিবীর একক দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সাগর কন্যা কুয়াকাটা, কোরাল দ্বীপ-সেইন্ট মার্টিন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপকূলীয় বন সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, সিলেটের পাহাড়ী চা বাগান, সুনামগঞ্জের হাওর, বাওর, সিলেটের খাসিয়া ও জৈন্যা পাহাড়, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়, ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই হোটেল মোটেল, রেস্টুরেন্ট নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করেছে। এছাড়া, পর্যটন সংক্রান্ত সহায়ক কার্যাদি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তবে পর্যটন কর্পোরেশন এর নিজস্ব কার্যালয় ভবন না থাকায় বিভিন্ন ভবনে ভাড়া ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকার শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় বিপিসি এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ২০ কাঠা জায়গা প্রদান করে । উক্ত স্থানে প্রধান প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্পটির মূল প্রস্তাব ৬২.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩ তলা বিশিষ্ট (২ বেইজমেন্টসহ) দৃষ্টিনন্দন এবং আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত প্রধান কার্যালয় নির্মাণ;

খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি উন্নত ও মানসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- অফিস ভবন নির্মাণ- ৫২৪০.১৮ লক্ষ টাকা
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম- ২০৭৩.০০ লক্ষ টাকা
- আসবাবপত্র সংগ্রহ- ২৬০.০০ লক্ষ টাকা
- রূফটপ রেষ্টুরেন্ট- ৫২.৪৮ লক্ষ টাকা
- বাউন্ডারি ওয়াল- ৩৮.৭৬ লক্ষ টাকা
- ফলস সিলিং ও ওয়াল প্যানেলিং- ১১৭.০১ লক্ষ টাকা
- অন্যান্য (অফিস ইক্যুইপমেন্ট)- ১২.০০ লক্ষ টাকা

৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(ক) রাজস্বঃ					
১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১.০০	১০০%	-	-
২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩.০০	১০০%	-	-
৩	স্টেশনারী	থোক	৮.০০	১০০%	০.৩৪	১০০%
৪	বিজ্ঞাপন	থোক	৬.০০	১০০%	৪.০৩	১০০%
৫	সম্মানী	থোক	৫.০০	১০০%	৩.৭২	১০০%
৬	অনুলিপি ব্যয়	থোক	২.০০	১০০%	০.৪৩	১০০%
৭	অন্যান্য (অফিস ইকুইপমেন্ট ব্যয়)	থোক	১২.০০	১০০%	৬.৯৯	১০০%
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):		৩৭.০০		১৫.৫১	
	(খ) মূলধন ব্যয়ঃ					
৮	অফিস ভবন	ব.মি.	৫২৮৮.৪৭	১১৮১৪.০০	৫২৮৭.৬০	১১৮১৪.০০
৯	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	ব.মি.	১০.৮৯	৫২০.৩০	১০.৮৯	৫২০.৩০
১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	২০৩২.০০	থোক	২০৩২.০০	থোক
১১	পাম্প হাউজ	থোক	৩.০৭	১৩.৯৩	৩.০৭	১৩.৯৩
১২	ভূ-গর্ভস্থ জলাধার	থোক	২৭.৫২	৫০০০০.০০	২৭.৫২	৫০০০০.০০
১৩	ওয়াসা সংযোগ চার্জ	থোক	০.১৭	থোক	০.১৭	থোক
১৪	কম্পাউন্ড ড্রেন	থোক	৩.৫৯	১৪৫.৯৯	৩.৫৯	১৪৫.৯৯
১৫	বাউন্ডারী ওয়াল	মিটার	৩২.৮০	১৪৫.৪৫	৩২.৮০	১৪৫.৪৫
১৬	গার্ড রুম	থোক	৫.৪৭	থোক	৫.৪৭	থোক
১৭	ফলস সিলিং ও ওয়াল প্যানেলিং	ব.মি.	১৪৬.২৫	৫৯১.৭৭	১৪৬.০০	৫৯১.৭৭
১৮	মাটি পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে	থোক	৩.৫৩	থোক	৩.৫৩	থোক
১৯	মেটেরিয়াল টেস্ট	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক
২০	আরবরিকালচার/ল্যান্ড স্কেপিং	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
২১	রুফটপ রেস্টুরেন্ট	ব.মি.	৪৯.৪২	১৯৫.০৯	৪৯.৪২	১৯৫.০৯
২২	ফার্নিচার ক্রয়	সংখ্যা	২৫৮.৮২	১০৫১	২৫৮.৮২	১০৫১
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		৭৮৬৪.২৫		৭৮৬৩.১৩	
	সর্বমোট (ক+খ):		**৭৯০১.২৫**		**৭৮৭৮.৬৪**	

প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৭১% ও ১০০%।

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কতিপয় নতুন কম্পোনেন্ট (যেমন:- রফটপ রেস্টুরেন্ট, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার, বাউন্ডারী ওয়ালা, পাম্প হাউজ, গার্ডরুম) সংযোজন করে প্রকল্পটি সংশোধন (১ম) করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩) লক্ষ

টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫/১১/২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা (জিওবি)	নিজস্ব অর্থ
২০১৭-১৮	১০০০.০০	১০০০.০০	-	৯৯৫.০০	৯৯৫.০০	৯৯৫.০০	-
২০১৮-১৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	২২০৪.৯৫	২২০৪.৯৫	২২০৪.৯৫	-
২০১৯-২০	৩৯১২.০০	৩৯১২.০০	-	৩৯১২.০০	৪৬৭৮.৬৯	৩৮৯৪.৪৪	৭৮৪.২৫
মোটঃ	৭৯১২.০০	৭৯১২.০০	-	৭১১১.৯৫	৭৮৭৮.৬৪	৭০৯৪.৩৯	৭৮৪.২৫

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব মীর মোঃ নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ব্যবস্থাপক (পূর্ত)	১০ অক্টোবর ২০১৭	০৬ এপ্রিল ২০১৯
০২	জনাব এ এইচ এম গোলাম কিবরিয়া	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ব্যাবস্থাপক (পূর্ত)	০৭ এপ্রিল ২০১৯	৩০ জুন,২০২০

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণ:

প্রকল্পটির আওতায় মূলত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩ তলা বিশিষ্ট (২ বেইজমেন্টসহ) দৃষ্টিনন্দন এবং আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ৫২০.৩০ বর্গ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, ১টি পাম্প হাউজ, ১টি ভূগর্ভস্থ জলাধার (৫০০০০ গ্যালন পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন), ১টি রুফটপ রেস্টুরেন্ট (১৯৫.০৯ ব:কি:), ১৪৫.৪৫ মি: বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণসহ ১০৫১টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র মূল্যায়ন কর্তৃক ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

প্রকল্পের চূড়ান্ত ব্যয় হিসাবের আলোকে আরডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন হওয়ায় প্রকল্পের মূলধন অংশের ১৫টি অঙ্গে আরডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় একই হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৩ তলা বিশিষ্ট (২ বেইজমেন্টসহ) ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারস লি:'-কে ০৬/০২/২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান ও ২৮/০২/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২৭/০২/২০২০ তারিখে কাজটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও উক্ত কাজের জন্য চুক্তির মেয়াদ ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির করা হয়। এছাড়া, সংশোধিত ডিপিপি'তে সংযোজিত আইটেম, স্থাপত্য নকশায় বিবেচিত আইটেমের সংস্থান ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সুপারিশ মোতাবেক বিভিন্ন ফ্লোরে মার্বেল পাথর স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করায় এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নে প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদার আলোকে বিভিন্ন এলইডি ও ফ্যান এর আইটেম দরপত্রের বহির্ভুত নতুন আইটেম হিসাবে সংযোজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ৬,১০,২৭,০৫৯.০০ টাকার (চুক্তিমূল্যের ১৩.৮৮% উর্দ্ধহার) ভেরিয়েশন করা হয়। উল্লেখ্য, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত ভেরিয়েশন ও চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের ল্যাবরেটরি টেস্ট বুয়েট থেকে করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সন্তোষজনক মাত্রায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্থায়ী অফিস পেয়েছে এবং উন্নতমানের Roof Top

Restaurant তৈরী হয়েছে। আনুসাঙ্গিক সুবিধাসহ ভবনটি নির্মাণের ফলে সেবা গ্রহণকারীদের গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কনফারেন্স হল, বোর্ড মিটিং রুম, টুরিজম বোর্ড অফিস এবং স্টেকহোল্ডার অফিসসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৩ তলা ভবনের ৪টি ফ্লোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-এমএসই ফাউন্ডেশন, হাইটেক পার্ক, Financial Reporting Council-কে ভাড়া দেওয়া হয়েছে এবং ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কালে আরও জানা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান চাহিদা ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হলে তা প্রদানের অপারগতা প্রকাশ করেন। প্রকল্পের পৃথক কোন অডিট হয়নি। তবে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সার্বিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকল্পটির পৃথক অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়নি।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩ তলা বিশিষ্ট (২ বেইজমেন্টসহ) দৃষ্টিনন্দন এবং আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত প্রধান কার্যালয় নির্মাণ;	ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩ তলা বিশিষ্ট (২টি বেইজমেন্টসহ) দৃষ্টিনন্দন এবং আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।
খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি উন্নত ও মানসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা।	খ) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি উন্নত ও মানসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র: প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র সংযুক্তি-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

১৭.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৭.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। অর্থাৎ মূল প্রকল্পের তুলনায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৫.৪২% ও ৫০.০০%। তবে, প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৭১% ও ১০০%। ভবিষ্যতে মূল অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থ/মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

১৭.২ সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট অনুমোদতি ব্যয় ৭৯০১.২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ৭৯০.১৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকল্পটির সমপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব অর্থায়নের বিষয়টির উল্লেখ নেই। এছাড়া, পিসিআর প্রতিবেদনের বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পিসিআর-এ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় দেখানো হয়েছে ২২০৪.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা;

১৭.৩ ১৩ তলা বিশিষ্ট (২টি বেইজমেন্টসহ) ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ৬,১০,২৭,০৫৯.০০ টাকার (চুক্তিমূল্যের ১৩.৮৮% উর্দ্ধহার) ভেরিয়েশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হয়েছে;

১৭.৪ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের ল্যাবরেটরি টেস্ট বুয়েট থেকে করা হয়েছে। টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সন্তোষজনক মাত্রায় রয়েছে।

১৭.৫ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কোন স্থায়ী অফিস ভবন ছিল না বিধায় ভাড়া করা ভবনে সীমিত পরিসরে সেবা প্রদান করা হতো। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্থায়ী অফিস পেয়েছে এবং উন্নতমানের Roof Top Restaurant তৈরী হয়েছে।

আনুষাঙ্গিক সুবিধাসহ ভবনটি নির্মাণের ফলে সেবা গ্রহণকারীদের গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

১৭.৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কালে জানা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান চাহিদা ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হলে তা প্রদানের অপারগতা প্রকাশ করেন;

১৭.৭ প্রকল্পের চূড়ান্ত ব্যয় হিসাবের আলোকে আরডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন হওয়ায় প্রকল্পের মূলধন অংশের ১৫টি অঙ্গে আরডিপিপি'র প্রক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় একই হয়েছে;

১৭.৮ পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বহি:অডিট (পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক) সম্পন্ন হলেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে কেবল অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত অডিট রিপোর্টে প্রকল্পটি সম্পর্কিত কোন আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় ও প্রাপ্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের পৃথক কোন অডিট হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সার্বিক আর্থিক কর্মকাণ্ডের অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকল্পটির পৃথক অডিট রিপোর্ট প্রদর্শন করা হয়নি।

১৮.০ <u>সুপারিশ/মতামত:</u>

১৮.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৬২৮১.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৫৬৫৩.৫৩ নিজস্ব অর্থ: ৬২৮.১৫) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯ এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৭৯০১.২৫ (জিওবি: ৭১১১.১২ নিজস্ব অর্থ: ৭৯০.১৩) ও মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। অর্থাৎ মূল প্রকল্পের তুলনায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৫.৪২% ও ৫০.০০%। ভবিষ্যতে মূল অনুমোদিত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১৮.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নের সংস্থান (৭৯০.১৩ লক্ষ টাকা) ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির সমপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ সংক্রান্ত কোন তথ্যের উল্লেখ নেই। এছাড়া, পিসিআর-এ বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (যেমন- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পিসিআর-এ উক্ত অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ও ২২০৪.৯৬ লক্ষ টাকা)। বর্ণিতাবস্থায়, ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের নির্ভুল পিসিআর প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে অধিকতর যত্নবান হতে হবে;

১৮.৩ ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার কাজ নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৪ পিসিআর-এ প্রকল্প কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন হওয়া ও এ সংক্রান্ত কোন আপত্তি নেই মর্মে উল্লেখ থাকলেও প্রকল্পটি পরিদর্শনকালীন প্রকল্প দপ্তর কোন অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে সমর্থ হননি। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্পের পৃথক কোন অডিট হয়নি। বর্ণিতাবস্থায়, অনতিবিলম্বে প্রকল্পের কার্যক্রমের বছরভিত্তিক অডিট সম্পন্ন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে সেগুলোর নিষ্পত্তিকরণের হালনাগাদ তথ্যাদি আইএমই বিভাগকে বহিত করতে হবে;

১৮.৫ উল্লিখিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র



চিত্র-১: রুফটপ রেস্টুরেন্ট



চিত্র-২: কিচেন রুম



চিত্র-৩: কিচেন রুম